বর্তমান
৩৩ বর্ষ ২০৬ সংখ্যা সোমবার ১৮ আষাঢ় ১৪২৪

৩ দিনের প্যাকেজে দীঘা-তাজপুর, সুন্দরবন

ইলিশের টোপ দিয়ে ভরা বর্ষায় কোমর বাঁধছে ট্যুর অপারেটররা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: গঙ্গায় নৌকা ভাসিয়ে দিনভর হুল্লোড় আর ইলিশের চব্য-চোষ্য আয়োজনের সংস্কৃতি কলকাতায় নতুন নয়। এমনকী শহরের বাহারি হোটেলের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অন্দরমহলে ইলিশের পঞ্চব্যঞ্জন দিয়ে ভুরিভোজের আয়োজনও এখন পুরানো হয়ে গিয়েছে। তবু ইলিশের স্বাদ বলে কথা। এমনিতেই এখন পর্যটনের বাজার মন্দা। একে দার্জিলিংয়ে অশান্তির চোখরাঙানি, তার উপর ঘোর বর্ষা। এমন অবস্থায় উইকএন্ড ট্যুর হিসাবে দীঘা-সুন্দরবন মন্দ নয়। বহুবার ঢুঁ দেওয়া সেই পুরানো জায়গায়। আর সেখানে নতুনের স্বাদ দিতে ভরসা সেই ইলিশই। ট্যুর অপারেটর সংস্থাগুলি অনেকেই তাই এই বর্ষায় বাঙালির ইলিশ-লালসাকে আরও একটু উসকে দিতে দীঘা-মন্দারমণি-তাজপুর কিংবা সুন্দরবনে ইলিশ উৎসবের আয়োজন শুরু করেছে। ঝালে-ঝোলে-অম্বলে ইলিশের স্বাদ নিতে পর্যটকদের জন্য এলাহি আয়োজন করেছে সেই সব পর্যটন সংস্থা। পর্যটনওয়ালারা বলছেন, রাজ্যে পর্যটন ব্যাবসায় এখন মাছি তাড়ানোর মরশুম। পর্যটক নেই, বুকিং নেই। তাই ইলিশের টোপ দিয়ে যদি ট্যুরিস্ট জোগাড় করা যায়, তাতে মন্দ কী।

সম্প্রতি শহরের বুকে একটি পর্যটন উৎসবে তেমনই আভাস পাওয়া যাচ্ছিল। এখানে বেশ কয়েকটি পর্যটন সংস্থা ইলিশ পার্বণের জন্য বুকিং শুরু করেছিল। প্রচার চালাচ্ছিল, স্পট বুকিংয়ে ২০ শতাংশ ছাড়। বছরভর পাটায়া-ব্যাংকক-গ্রিস বা কুয়ালালামপুর ট্যুর করা সংস্থাও প্রচার চালাচ্ছিল, ইলিশ চাখাতে তারাও এবার সুন্দরবনে পাড়ি দিচ্ছে।

ধরা যাক দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিংয়ের একটি ট্যুর অপারেটর সংস্থার কথা। আগামী ১৩ এবং ১৯ আগস্ট দু'দফায় তিনদিনের ইলিশ উৎসবের বিজ্ঞাপন দিতে শুরু করেছে তারা। জিভে জল আনা মেনু কার্ড। তিনদিনের উৎসবে আছে ইলিশের ভাপা, বেগুন ইলিশ, ইলিশের মাথা দিয়ে কচুর শাক, সরষে ইলিশ, দই ইলিশ আর ইলিশের টক। সঙ্গে আছে চিকেন পকোড়া, চিলি চিকেন, খাসির মাংস, চিংড়ির মালাইকারিসহ হরেক আয়োজন। নন-এসি ঘরে থেকে ওই উৎসবে শামিল হওয়ার দক্ষিণা চার হাজার টাকা। আর এসি ঘর হলে, তার খরচ পাঁচ হাজার। ট্যুর প্যাকেজে আছে লঞ্চে সুন্দরবন ভ্রমণ। দক্ষিণ কলকাতার বাবুবাগান এলাকার একটি পর্যটন সংস্থা সুন্দরবন নিয়ে যাচ্ছে ইলিশ খাওয়াতে। মাথাপিছু দক্ষিণা সাড়ে চার হাজার টাকা থেকে সাড়ে ছ'হাজার টাকা। খাওয়াদাওয়া, জল-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো তো আছেই, সঙ্গে থাকছে নাচগানের আসর। এমন হরেক সংস্থা এবার বর্ষায় সুন্দরবনকেই পাখির চোখ করেছে। যদি সারারাত লঞ্চে কাটাতে হয়, সেখানে হাজার টাকার মতো সাশ্রয় হবে, এমন টোপও দিচ্ছে একাধিক পর্যটন সংস্থা। দীঘা-তাজপুর-মন্দারমণিতেও চলছে বেশ কয়েকটি ইলিশ পার্বণ। দিন তিনেকের সেই ট্যুরগুলির সবক'টিই আগস্ট মাসজুড়ে। প্রত্যেকটি প্যাকেজ ট্যুরেই খাওয়া-দাওয়ার বিরাট আয়োজন। সঙ্গে 'সাইট সিইং'। খরচ মাথাপিছু তিন হাজার টাকা থেকে পাঁচ হাজার টাকার মধ্যে। তবে ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের ছুটিতেই বুকিং বেশি হচ্ছে, জানিয়েছেন হরেক সংস্থার কর্তারা।

বন্দোবস্ত যতটা তাক লাগানো, ব্যাবসা ততটা জুতসই নয়, মানছেন পর্যটন সংস্থার কর্তারাই। অনেকেই বলছেন, মার্চ মাস পেরলেই পশ্চিমবঙ্গে সেভাবে আর পর্যটক মেলে না। বর্ষা পড়লে তো অবস্থা আরও খারাপ হয়। সেই মন্দা কাটাতেই তাঁরা কিছুটা ঝুঁকি নিয়ে ইলিশ উৎসবের আয়োজন করছেন। গত বছর যাঁরা এই ধরনের প্যাকেজ ট্যুরের আয়োজন করেছিলেন, তাঁদের ব্যাবসা মোটেই ভালো হয়নি, এ কথা জানিয়েছেন অনেকেই। তাই এবারও ঝুঁকি রয়েই যাচ্ছে। এবছর এখনও ভালো ইলিশ ওঠেনি। যেটুকু উঠেছে, তার দাম এবং স্বাদে খুশি নন প্রায় কেউই। আগস্টে জোগান কেমন থাকবে, তাও এখন জানা সম্ভব নয়। তবু ঝুঁকি নিচ্ছেন অনেকেই। ট্যুর অপারেটরদের অন্যতম সংগঠন ট্রাভেল এজেন্টস অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গলের সাধারণ সম্পাদক প্রবীর সিনহা রায় বলেন, সাধারণ ট্যুর প্যাকেজের সঙ্গে ইলিশ উৎসবের মতো 'ভ্যালু অ্যাডিশন' এখন নতুন ট্রেন্ড। আসলে এটা আমাদের বাঁচার লড়াই। এই মরশুমে ব্যাবসা কম। টিকে থাকতেই তাই অনেকে ইলিশকে সামনে রেখে প্যাকেজ সাজাচ্ছেন। তবে যেহেতু প্রত্যেকেই আগে থেকে দিনক্ষণ ঘোষণা করে উৎসব করছেন, সেহেতু বাজারে ইলিশের জোগান কেমন থাকবে, তার উপরই নির্ভর করবে সাফল্য, বলছেন প্রবীরবাবুরা। ইলিশ নিয়ে টানাপোড়েনের কারণেই যে চিংড়ি বা চিকেন দিয়ে প্লেট সাজাতে হচ্ছে অনেককে, সেটাও স্বীকার করে নিয়েছে অনেক ট্যুর অপারেটর সংস্থাই।